ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ০৮/১২/২০২১
সর্বশেষ নবায়নের তারিখ : ০৮/১২/২০২১
ভার্সন ঃ ০২

Policy on Freedom of Association & Collective Bargaining

(সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি নীতিমমালা)

১. **সংজ্ঞা (Definition)ঃ** শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধানের বা সমঝোতার একটি প্রক্রিয়াই হচ্ছে সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি নীতিমালা।

অঙ্গীকার (Commitment) ঃ ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড এর উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত) এর সকল ধারা, আইএলও এবং শিল্প সম্পর্কিত আইন এর সকল নিয়ম-নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিভিন্ন ক্রেতা/বায়ারের উক্ত নীতিমালার স্বপক্ষে মতামতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে কারখানায় সকল শ্রমিকের সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি নিশ্চিত করনের ঘোষনা করেছেন। এই মর্মে কারখানায় এ নীতিমালাটি বাস্তবায়নে অত্র কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১.১ **আইনের বিধান (Provision of law)ঃ** সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি বিষয়ে ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড আইএলও কনভেনশন নং C-৮৭ (১৯৪৮) এবং C - ৯৮ (১৪৯), ১৩৫ ও ১৫৪, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৭৬, ১৮৭, ২০০, ২০০ (ক), ২০২, ২০৫, ২০৬, ২০৭ ও ২০৮, পূর্বক বিভিন্ন ক্রেতা/বায়ারের স্বপক্ষে মতামতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান এর লক্ষ্যে কারখানার অভ্যন্তরে সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি নীতিমালা বিরোধী কার্যক্রম এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১.২ **উদ্দেশ্য (Purpose)ঃ** কারখানায় কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মজুরী কাঠামো কর্মঘন্টা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা,অভিযোগ পদ্ধতি এবং অধিকার সমূহ সুনিশ্চিত করার উদেশ্যেই এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

১.৩ **লক্ষ্য (Vision of the Policy)ঃ** কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিক ও মালিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধান করে উভয়ের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা প্রনয়ন করেন।

স্বাধীন সংগঠন:

বাংলাদেশ শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অত্র কারখানায় কর্মরত সমিতি বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সমর্থন দান করে।

আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি কমিটি রয়েছে যা শ্রমিক অংশগ্রহন কমিটি নামে পরিচিত। মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে এ কমিটি গঠিত। অংশগ্রহন কমিটি সরাসরি শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত। শ্রমিকগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত কমিটির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট জানাতে পারেন অন্যদিকে মালিক পক্ষও কমিটির উথ্থাপিত বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে থাকেন।

- কোন প্রকার পূর্ব অনুমতি ছাড়াই সকল শ্রেনির শ্রমিক নিজেদের পছন্দ মত রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে সমিতি গঠন করতে এবং সমিতিতে যোগদান করতে পারবে।
- শ্রমিক ও কর্মচারী সমিতি সমুহের নিজস্ব সংবিধান ও বিধিমালা প্রনয়নের, সম্পূর্ন স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন, কর্মতৎপরতা সংগঠন সমিতি, প্রশাসন ও কর্মসূচী প্রনয়নে অধিকার থাকবে।
- অ-রেজিষ্টিকৃত অথবা রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হয়েছে এমন কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা কাজ চালাতে পারবে না।
- কোন শ্রমিক একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহন বা সদস্য পদ অব্যাহত রাখতে পারবেনা।
- কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে প্রতি ০২ মাসে একবার সভা বা অনুষ্ঠান করতে পারবে ও সভার সিদ্ধান্ত সাধারন শ্রমিকদের জানাতে হবে।

- স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশে, শ্রমিকদের অভিযোগ ও পরামর্শ, মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাসহ শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে উন্নতি সাধন করার লক্ষ্যেই পিসি গঠিত।
- মালিক পক্ষের সাথে শ্রমিক পক্ষ যৌথ দর কষাকষি বিষয়ক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন ও চুক্তি অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান করবে।
- কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অংগ্রহনকারী কমিটির সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানে যথারীতি বাস্তবায়িত হচেছ কি না তা তদারকি করবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহন করবেন।
- কারখানা চলাকালীন শ্রমিক সংগঠনের কার্য পরিচালনার জন্য কোন মজুরী কর্তন করা হয না।

2. অর্গানাইজেশন (Organization)

ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠন করেছেন। নিম্নে অর্গানাইজেশন চার্ট দেওয়া হলোঃ

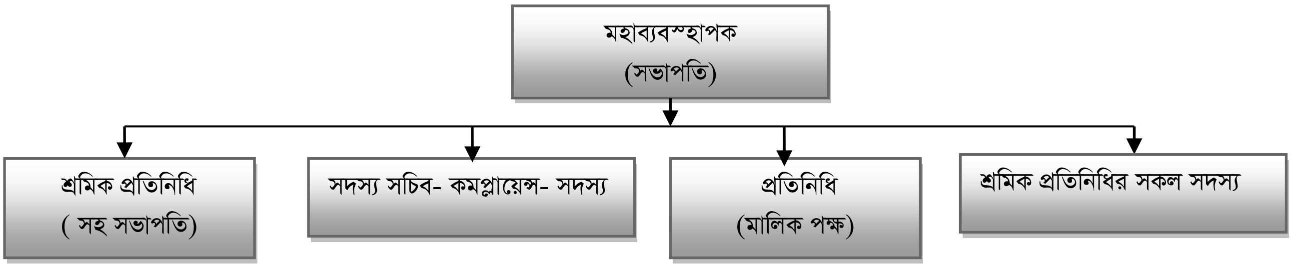

ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইননের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই নীতিমালা প্রয়োগ ও সার্বিক বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত পর্ষদ গঠন করা হল। কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	পদ	দায়িত্ব ও কর্তব্য
১	সভাপতি-মহাব্যবস্হাপক	মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগীতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও সমস্যা সমাধানে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।
২	সহসভাপতিঃ শ্রমিক প্রতিনিধি	মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগীতা বৃদ্ধি করা, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষা ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে থাকে।
৩	সচিবঃ কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা	মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগীতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত এবং মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন মিটিং এর আয়োজন করে থাকে
৪	সদস্য (মালিক পক্ষ)	কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের যে কোন সমস্যা, অনুযোগ, অভিযোগ নিরসনে, অধিকার বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট ও আন্তরিক। মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে থাকে।
৫	সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)	কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে এবং এর বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে

০৩. নীতিমালা প্রয়োগ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া (Routines or procedures) ঃ
ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরন করে থাকেঃ

৩.১ বাস্তবায়ন রুটিন (Implementation routine)ঃ-

কার্যাবলী(কি)	**কার্যপ্রনালী (কিভাবে)**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (কে করবেন)**	**কার্যকাল (কখন)**	**সময়সীমা**
কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা	কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির উপর ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের বা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ বহাল রাখার অধিকার হরণ করে কোন শর্ত আরোপ করার তৎপরতা চালায় না। ● কোন ব্যক্তি কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য আছেন কিনা তার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিযুক্তি,পদোন্নতি, চাকুরীর শর্ত বা কাজের শর্ত নির্ধারনে বৈষম্য করে না। ● কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হয়েছেন বা হবার ইচ্ছা পোষন করেছেন অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা হবার জন্য কোন উৎসাহিত করেছেন এরুপ কারনে কোন শ্রমিককে চাকুরী হতে বরখাস্ত, পদচ্যুত্য বা অপসারণ বা বর্জনের জন্য প্রলুব্ধ কিংবা চাকুরী ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি প্রদান করে না। ● ভীতি প্রদর্শন, দমন নীতি, চাপ প্রয়োগ, অথবা আহত করে কোন শ্রমিককে কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে না। ● শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সবেতন ছুটি প্রদান করা যেতে পারে।	মালিক পক্ষ	ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সময়।	প্রযোজ্য নয়।
শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা	● কাজ চলাকালীন সময়ে কোন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের জন্য বা যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য সম্মত করার চেষ্টা করা হয় না। ● ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়া বা না হওয়ার জন্য অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা পদে বহাল থাকা বা না থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করে না। ● ভীতি প্রদর্শন, দমন নীতি, চাপ প্রয়োগ, আটক রেখে অথবা আহত করে কোন শ্রমিককে বা ট্রেড ইউনিয়নের চাঁদা দিতে বা বিরত থাকতে ও মালিককে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয় না। ● কোন শ্রমিকের ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে কোন ট্রেড ইউনিয়নের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।	শ্রমিকবৃন্দ	ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সময়।	প্রযোজ্য নয়।
অংশগ্রহণকারী কমিটি	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত)-এর ধারা-২০৫ অনুযায়ী অন্যূন্য ৫০ জন শ্রমিক সাধারনতঃ কর্মরত আছেন এরুপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক (উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করে) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় তার প্রতিষ্ঠানে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করবেন। এ কমিটি মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটিতে শ্রমিকগনের প্রতিনিধিদের সংখ্যা মালিকের প্রতিনিধির সংখ্যার কম হবে না। শ্রমিকগনের প্রতিনিধিগন প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মনোনয়নের ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন। সংশ্লিষ্ট	মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিটি।	অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের সময়।	প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিষ্ঠানের যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন সম সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন এবং এবং যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি এমন সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন যা অন্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মোট মনোনীত প্রতিনিধিগনের অপেক্ষা একজন বেশী হয়। উল্লেখ্য যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকরী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য হতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় মনোনিত হবেন।			
অংশগ্রহণকারী কমিটির কাঠামো।	অত্র প্রতিষ্ঠানে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি রয়েছে।এ কমিটি মালিক ও শ্রমিকগনের প্রতিনিধি সমম্বয়ে গঠিত হবে। কমিটিতে মালিক পক্ষ থেকে একজন সভাপতি, শ্রমিক পক্ষ থেকে ০১ জন সহঃ সভাপতি এবং সদস্য সচিব হবে কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার। এছাড়া অন্যান্য সকল সদস্য কমিটিতে থাকবেন।	মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ।	নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ১ম সভায়।	অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন। তবে পরের দিন সাপ্তাহিক বা পর্বজনিত ছুটি থাকলে পরবর্তী কর্মদিবসে সভা অনুষ্ঠিত হবে।
অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচনী বিধি ও পদ্ধতি।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত) এর সকল ধারা, আইএলও এবং শিল্প সম্পর্কিত আইন এর সকল নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়। **নির্বাচন পদ্ধতিঃ** ১.গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে। ২.নোটিশ বোর্ডে ভোটার তালিকা টানিয়ে দেওয়া হবে। ৩.ভোটার তালিকা এক কপি শ্রম পরিচালক বরাবর প্রেরন করা হবে। ৪.নির্বাচন কমিটিতে সমান সংখ্যক মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে। ৫.তালিকার এক কপি শ্রম পরিচালক বরারব প্রেরণ করতে হবে। ৬. কমপক্ষে ৭ দিন (প্রার্থী মনোনয়নের জন্যে) ৭.মনোনয়নপত্র তদন্তের জন্য ০১ দিন। ৮. তদন্তের পর ন্যূনতম ৪ দিন এবং সর্বোচ্চ ১০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।	নির্বাচন কমিটি	নির্বাচন কার্যক্রম চলাকালীন সময়।	অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচনী বিধি ও পদ্ধতিতে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সম্পন হবে।
অংশগ্রহণকারী মনোনীত কর্মকর্তা।	প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা তার মনোনিত কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণকারী কমিটির সভাপতি হবেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করবেন।শ্রমিক প্রতিনিধি সহঃ সভাপতি নিযুক্ত হবেন এবং তিনি সভাপতির অনুপস্থিতে সভায় সভাপতিত্ব ও মিটিং পরিচালনা করবেন। কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপক সদস্য সচিব হিসেবে মিটিং এর আয়োজন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।	অংশগ্রহণকারী কমিটির সভাপতি, সহঃসভাপতি, ও সদস্য সচিব।	কোন প্রয়োজন বা সমস্যা পরিলক্ষিত হলে।	অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরে অনুষ্ঠিত ১ম সভা।
অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত) এর ধারা ২০৬ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ হবে প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিক এবং মালিক সকলেরই অঙ্গীভুত হওয়ার ভাব প্রোথিত বা প্রসার করা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকগণের অঙ্গীকার ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। (ক) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা, এবং সহযোগীতা বৃদ্ধির প্রয়াস বা প্রচেষ্টা চালানো। (খ) শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। (গ) শৃঙ্খলাবোধে উৎসাহিত করা, নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা	কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ।	সমস্যা পরিলক্ষিত হলে।	প্রযোজ্য নয়।

	এবং কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান । (ঘ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শ্রমিক শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করা। (ঙ) শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গের কল্যাণমূলক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। (চ) উৎপাদন লক্ষমাত্রা অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস।			
অংশগ্রহণকারী কমিটির সভা	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত) এর ধারা ২০৭ অনুযায়ী, ধারা ২০৬ এর অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা ও তৎসম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য অংশগ্রহণকারী কমিটি প্রতি ২ মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে।	কমিটির সদস্যবৃন্দ	কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে।	প্রতি ২ মাসে অন্তত ১বার সভার আহ্বান করা হয়।
স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তা	স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শ্রমিকদের অভিযোগ ও পরামর্শ মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাসমুহ শ্রমিকদের সার্বিক কল্যান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে অংশগ্রহনকারী কমিটি গঠিত।			

৩.২ যোগাযোগ রুটিন (Communication Routine) ঃ

কার্যাবলী (কি)	যোযোগ পদ্ধতি ও মাধ্যম (কিভাবে)	কে করবেন	কখন করবেন	সময়সীমা
অভ্যন্তরীণ টিমের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়	সভা ও ট্রেনিং এর মাধ্যমে	নীতিমালায় উল্লেখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও কমপ্লায়েন্স বিভাগের অভ্যন্তরীণ টিম।	কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা লঙ্ঘিত কার্যক্রমের ঘটনা ঘটলে ।	তাৎক্ষনিকভাবে ।
মালিক/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ।	ব্যবস্থাপক কমপ্লায়েন্স শ্রমিক প্রতিনিধি,সভা ও ব্যক্তিগত ভাবে মাধ্যম হিসেবে যোগাযোগ করবেন	ব্যবস্থাপক(কমপ্লায়েন্স) ও শ্রমিক প্রতিনিধি	নীতিমালার কার্যক্রম বিঘ্নিত হলে ।	তাৎক্ষনিকভাবে ।
ফ্লোর ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ	যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও পি.এ সিস্টেম । প্রয়োজনে মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং পুনরায় আরও জোরদার করা হয় ।	কমপ্লায়েন্স বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক/ কল্যাণ কর্মকর্তা/সিনিয়র কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ । এছাড়াও শ্রমিক প্রতিনিধিগণও যোগাযোগ করেন ।	নীতিমালার কার্যক্রম বিঘ্নিত হলে।	তাৎক্ষনিকভাবে । এছাড়াও সাপ্তাহিক,পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে এই যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ ঃ	বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও পি.এ সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবহিত করা হয়। এ ছাড়া শ্রমিকদেরকে অবহিত করার জন্য কারখানার নোটিশ বোর্ডে এই নোটিশ টানানো আছে।	কমপ্লায়েন্স অফিসার,কল্যাণ কর্মকর্তা সম্মিলিতভাবে কাজ করে থাকেন । মিটিং ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ফ্লোর ভিত্তিক আলাদা আলাদ টীম গঠন করা হয়েছে । যা ৩০ থেকে ৪০ জন শ্রমিকের সমন্বয়ে সেশন ভিত্তিক মিটিং করে থাকেন ।	কর্মকালীন সময়ে।	১ ঘন্টা

নতুন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগঃ	মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ।	কল্যাণ কর্মকর্তা/ সিনিয়র কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ ।	নিয়োগ প্রাপ্তির পরের দিন থেকে পরবর্তী (ছুটির দিন ব্যতীত) তিন দিন ।	১ ঘন্টা

৩.৩ ফিডব্যাক ও কন্টোল রুটিন (Feedback & control)ঃ

কার্যাবলী	কার্যপদ্ধতি	কে করবেন	কখন করবেন
অভ্যন্তরীণ অডিট । (অডিট পরিচালনার ক্ষেত্রে যা ব্যবহার করা হয়) ০১.চেক লিস্ট ০২.নীতিমালা বিষয়ক প্রশ্নমালা	নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে অডিট পরিচলনা করা হবে- ০১. শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে ০২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ০৩. নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ০৪. চাক্ষুস পরিদর্শনের মাধ্যমে	ইন্টারনাল অডিট টিম	অভ্যন্তরীণ অডিট প্রতি তিন মাসে একবার ।
প্রতিবেদন পেশ	নীতিমালা বিষয়ে গঠিত টীম বা কোম্পানীর মনোনীত কোন প্রতিনিধি কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রমের অবলোকন করলে ইস্যুর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে ।উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে এই নীতিমালা অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক সভা করতে হবে। নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রমের মূল কারণ উৎঘাটন করতে হবে। কি কারণে সমস্যা হচ্ছে তা নির্নয় করতে হবে। নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয়, সেজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ইন্টারনাল অডিট টিম, কোম্পানীর মনোনীত কোন প্রতিনিধি ।	নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রম পরিচালিত হলে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
নিয়ন্ত্রণ	কারখানার অভ্যন্তরে নীতিমালা লজ্ঘিত কর্মকান্ডের কারণগুলি উৎঘাটন করতে হবে। উক্ত নীতিমালা পরিপন্থি কর্মকান্ড বন্ধের বিষয়ে যে সকল প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এক কথায় যখন যা করা প্রয়োজন তখন তা করার মাধ্যমে। কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালার অন্তরায় কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে।	কমিটির সদস্যবৃন্দ ।	নীতিমালা পরিপন্থি কোন ঘটনা ঘটলে ।
সংস্কার/ উপসম	এই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং কারখানায় এই নীতিমালা সুনিশ্চিত করতে কোন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রয়োজন হয়, তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাতে পরিবর্তন আনতে পারবে।	কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।	প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে

অংশগ্রহণকারী কমিটিঃ কারখানায় একটি কার্যকর অংশগ্রহণকারী কমিটি বিদ্যমান রয়েছে। এই কমিটিতে শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত ১০ জন এবং মালিক পক্ষের ০৪ জন প্রতিনিধি সহ মোট ১৪ জন প্রতিনিধি রয়েছে। এই কমিটি প্রতি ২ মাস অন্তর অন্তর সভার আয়োজন করে থাকে এবং মজুরী কাঠামো, কর্মঘন্টা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অভিযোগ পদ্ধতি, অধিকার সহ শ্রমিক ও মালিক এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে থাকে। অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহনের জন্য অথবা এ সম্পর্কিত কোন কার্যাবলী সাধনের জন্য তাদের যথেষ্ঠ সময় প্রদান করা হয় এবং এর জন্য কোন ধরনের মজুরী কর্তন করা হয় না।

নীতিমালা প্রস্তুতকারকঃ	নীতিমালা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের সুপারিশকারী	অনুমোদনকারী ঃ
ব্যবস্থাপক(এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)	**মহাব্যবস্থাপক**	**ব্যবস্হাপনা পরিচালক**